দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 JUL 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গোসাইরহাটে ভেঙে পড়েছে বিদ্যালয় ভবন

আতঙ্কে আসছে না শিক্ষার্থীরা

■ শরীয়তপুর প্রতিনিধি

শরীয়তপুরের গোসাইরহাট উপজেলার মহেশ্বরপট্টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনের একটি অংশ ভেঙে পড়েছে। ২০ বছর আগে ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছিল। গত শনিবার ভবনের সামনের ছাদের একটি অংশ ভেঙে পড়ে যায়। ফলে আতঙ্কে বিদ্যালয়ে আসছে না শিক্ষার্থীরা।

বিদ্যালয় ও গ্রামবাসী সূত্র জানায়, গোসাইরহাট উপজেলার মহেশ্বরপট্টি গ্রামে ১৯৮৫ সালে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। ১৯৯৬ সালে ওই বিদ্যালয়ে চার কক্ষ বিশিষ্ট একটি পাকা ভবন নির্মাণ করা হয়। স্থানীয় ঠিকাদার মোহাম্মদ আলী সরদার স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অর্থায়নে ভবনটি নির্মাণ করেন। বেশ কয়েক বছর যাবৎই ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ২০১৩ সালের ৫ মার্চ শরীয়তপুরের জেলা প্রশাসকের উপস্থিতিতে ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণার পরও একটি কক্ষে শিশুদের পাঠদান কার্যক্রম চলতো। আরেকটি কক্ষে বিদ্যালয়ের দাপ্তরিক কাজ হতো। গত শনিবার বিকালে হঠাৎ ভবনটির ছাদের সামনের একটি অংশ ভেঙে মাটিতে পড়ে যায়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবুল বাশার বলেন, ২০১৩ সালে প্রশাসন বিদ্যালয়ের ভবনটি আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছে। তারপরও কক্ষ সংকটে ওই ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে দাপ্তরিক কাজ করতাম, শিশুদের পাঠদান করাতাম। আল্লাহর রহমত থাকার কারণে বিদ্যালয় বন্ধ থাকা অবস্থায় ছাদ ভেঙে পড়েছে, তা না হলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতো। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের গোসাইরহাট উপজেলা প্রকৌশলী অরবিন্দ রায় বলেন, ওই বিদ্যালয়ের ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। ওখানে একটি নতুন ভবন নির্মাণ করার প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। ২০ বছরের মধ্যে কেন ভবনটি ভেঙে পড়ল তা খতিয়ে দেখা হবে।